দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 1997

পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

১৬৩

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবিভক্ত শ্রেণী

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে যে সমস্ত নবতর ধ্যান-ধারণা কার্যকর ও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তন্মধ্যে অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফলতার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি অবিভক্ত শ্রেণী বা গ্রুপ করে শিশুদেরকে পাঠদান ও বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়ন করলে ফল অবশ্যই ভাল হয়। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি সংযুক্ত শ্রেণীতে পরিণত করা। অর্থাৎ ১ম শ্রেণী থেকে সকল শিশুকে বার্ষিক মূল্যায়ন শেষে ২য় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়াই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এটি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যায় এবং এর ফল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ১ম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে সকল শিশুকে প্রমোশন দেওয়ার ব্যাপারটি হয়তো অনেক পিতা-মাতা ও অভিভাবক মেনে নিবেন না ও এই নীতির বিরোধিতা করবেন। কারণ প্রাচীনকাল থেকে গতানুগতিকভাবে সবাই দেখে আসছেন ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা এবং সে পরীক্ষায় পাশ না করলে কাউকে উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয় না। অর্থাৎ ফেল করলে প্রমোশন নেই, একই ক্লাসে আবার থাকতে হবে। কিন্তু অবিভক্ত শ্রেণী ব্যবস্থায় সবাইকে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি এই হয়, তাহলে পরীক্ষার মূল্য রইলো কোথায়? সবাই প্রমোশন পাবে শুনলে কেউ পড়াশুনা করবে কি? ভাল ও মেধাবী ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখার স্পৃহা হারিয়ে ফেলবে?

আলোচ্য কার্যক্রমটি আমাদের দেশে নতুন হলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই সেটি ইতিমধ্যে পুরনো হয়ে গেছে। কচি শিশুদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং একান্ত উপযোগী।

—সিরাজ হক